মূল্য এক পয়সা মাত্র।

দাঁড়কাকের দুরাশা।

সরোবরতীরে এক বৃক্ষ মনোহর,
বাঁকিয়া পড়েছে ডাল জলের উপর ;
সেই শাখে দাঁড়কাক বসিয়া বিরলে,
হেরিল আপন রূপ সরোবর জলে।

২

কাল রূপ ক্ষুদ্র চক্ষু বিকট চরণ,
হেরিয়া কাকের মন দুঃখে নিমগন ;
আরো নিজ কটুস্বর মনেতে পড়িল,
তাই মনে২ কাক কহিতে লাগিল।—

৩

"কুক্ষণে কাকের কুলে জনম আমার,
পক্ষিকুলে হেন আর নাহি কদাকার ;
যেমন কঠোর ধ্বনি তেমনি বরণ,
রূপে গুনে কাকজাতি অদ্ভুত সৃজন।

৪

"কত যে সুন্দর পক্ষী আছে এ কাননে,
কেহ রূপে কেহ গুনে অতুল ভুবনে ;
মম সম কদাকার কিন্তু কেহ নাই,
কেমনে সুন্দর হব ভেবে নাহি পাই।"

৫

এই ভাবি দাঁড়কাক উড়িয়া চলিল,
সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ পতিত দেখিল ;
হেরি বায়সের মন বড় হরষিত,
পুচ্ছ দেখি সেই স্থানে হইল স্থগিত।

৬

অভাগা বায়স পরে সেই রূপে ভুলি,
গুটি২ করে তাহা লইলেক তুলি ;
বিরলে বসিয়া পরে তরুর শাখায়,
মনোসাধে বসাইল আপন পাখায়।

৭

এবে বায়সের মনে আনন্দ অপার,
ঘুরে ফিরে দেখে নব রূপ আপনার ;
হেরে আপনার রূপ ভুলিল আপনা,
ময়ূরমণ্ডলে যেতে করিল কল্পনা।

৮

ধরে না আনন্দ আর বায়সের মনে,
ধরা খানি সরা সম দেখে সে নয়নে ;
মন্দ পক্ষ সঞ্চালনে করিয়া গমন,
ময়ূরমণ্ডলে গিয়া দিল দরশন।

৯

বার দিয়া বসিলেক বৃক্ষের শাখায়,
(কাকের ময়ূর সাজা কিবা শোভা পায় ?)
হেরি তারে শিখিগণ চিনিতে পারিল,
ছেলে বুড় সবে মিলে হাসিতে লাগিল।

১০

যুবক ময়ূরগণ পরে এসে তেড়ে,
টান মেরে পুচ্ছ গুলি লয়ে গেল কেড়ে;
কেহ২ ক্রোধভরে মারিল ঠোকর,
মার খেয়ে দাঁড় কাক হইল ফাঁফর।

১১

কেহ মারে পদাঘাত, কেহ মারে কিল,
কেহ ফেলে পাখা ছিঁড়ে, কেহ মারে ঢিল;
কেহ দেয় গালিমন্দ, কেহ তিরষ্কার,
বিপদে পড়িল কাক প্রাণে বাঁচা ভার।

১২

মেরে ধরে শেষে তারে দূর করে দিল,
পরে কাক কাকেদের সমাজে চলিল;
কাকেরা দেখিয়া সবে লাগিল হাসিতে,
তেড়ে এসে ধরে কেহ লাগিল মারিতে।

১৩

"নিজরূপে তুষ্ট নস্ দুষ্ট পাপাচার,
পরিয়া ময়ূরপুচ্ছ হাসালি সংসার;
যে রূপে যাহারে ঈশ করিলা সৃজন,
উল্টাইতে চাস্ তাহা তুই অভাজন!"

১৪

এই রূপে গালি দিয়া দিল তাড়াইয়া,
কোথায় যাইবে কাক, না পায় ভাবিয়া;
পরিয়া ময়ূরপুচ্ছ সাজিয়া ময়ূর,
দুকূল হারালে কাক লাঞ্ছনা প্রচুর।

১৫

অসন্তুষ্ট হয়ে যারা নিজ অবস্থায়,
অবোধ বায়স সম বড় হতে চায়;
কাকের ময়ূর সাজা গল্প বিলক্ষণ,
মন দিয়া করে যেন তারা অধ্যয়ন।

ভুলই শেষে ভোলানাথ হবে।

৪ অধ্যায়।

এই ঘটনার পরে দুই বৎসর গত হইল। রবার্টের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ভুলো এক্ষণে স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করে, রবার্টের ঠাকুরমা সেই বাটীতেই আছেন। রবার্ট তাঁহাকে টাকা কড়ি দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, এক খানি পত্রও লেখে না। ঠাকুরমা বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনি কোন কর্ম্ম কাজ করিয়া স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। সাহেব অনুগ্রহ করিয়া প্রতি মাসে কিছু২ দেন, তাহাতেই কোন প্রকারে দিন যাপন হয়। ভুলোও মধ্যে২ তাঁহাকে কাপড় চোপড় দিয়া সাহায্য করে। রবার্টের সংবাদ না পাওয়াতে ঠাকুরমা বড় দুঃখিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নোট চুরি যাওয়া অবধি সাহেব ভুলোর প্রতি তাদৃশ স্নেহ প্রদর্শন করেন না। তজ্জন্য ভুলোও অত্যন্ত দুঃখিত। এই দুই বৎসরের মধ্যে অন্যান্য আফিসে কর্ম্ম খালি হইয়াছিল, ভুলো চেষ্টা করিলে অনায়াসে একটী ভাল কর্ম্ম পাইতে পারিত। কিন্তু অন্য আফিসে গেলে সাহেবের সন্দেহ অধিকতর দৃঢ় হইবে ভাবিয়া, তাহা করিল না।

চৈত্র মাস, ভয়ানক রৌদ্র। ভুলো আফিসের জানালা বন্ধ করিয়া ডেক্সে বসিয়া লিখিতেছে, এমন সময়ে চাপরাসী ঘরের মধ্যে আসিয়া তাহার হাতে এক খানি চিঠি দিল। চিঠি খানি হাতে করিয়া ভুলো একটু ভাবিল, পরে খুলিয়া পড়িতে লাগিল ;—

"আমি অতিশয় পীড়িত হইয়া রাণীগঞ্জের পুলিস হাসপাতালে আছি, বাঁচিবার আশামাত্র নাই, মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি ; কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে তোমাকে, ঠাকুরমাকে এবং আমাদের দয়ালু সাহেবকে দেখিতে চাহি। তোমাদের নিকট কয়েকটী কথা বলিয়া মরিব।"

ভুলো রবার্টের হস্তাক্ষর চিনিত। এ তাহার হাতের লেখা নহে। ইহাতে তাহার একটু সন্দেহ হইল। কিন্তু পত্র উল্টাইয়া দেখে,—"আমি এমন কাতর হইয়াছি যে অন্যের দ্বারায় এই পত্র খানি লিখাইলাম।" এখন তাহার সন্দেহ দূর হইল। ভুলো পত্র হাতে করিয়া একেবারে সাহেবের নিকট গেল। সাহেব শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং বলিলেন, চল, কল্য একটার গাড়ীতে আমরা রাণীগঞ্জ যাই ! তুমি যাইয়া রবার্টের ঠাকুরমাকে সংবাদ দিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বল।" ভুলো তৎক্ষণাৎ চলিল।

অপরাহ্ন তিনটার সময় রেলের গাড়ী রাণীগঞ্জের ষ্টেশনে পঁহুছিল। ভুলো, বড় সাহেব ও বিবি ঘোঁড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসিল, "কাঁহা যানা হোগা ?"

"পুলিস হাসপাতাল।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী হাসপাতালের দ্বারে উপস্থিত হইল, বড় সাহেব হাসপাতালের অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া বিবি ও ভুলোকে সঙ্গে

করিয়া একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, রবার্ট একটী সামান্য বিছানায় শুইয়া আছে। নিকটে কেহ নাই। রবার্টের অবস্থা দেখিয়া ঠাকুরমার দুই চক্ষু দিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। ভুলো ও সাহেব উভয়েই অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ইহাঁরা নিকটে বসিলে রবার্ট চিনিতে পারিয়া কাঁদিতে লাগিল। বড় সাহেব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, ইহার আসন্ন কাল উপস্থিত।

সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "এখন কেমন আছ ?"

"বড় কষ্ট। পেটে ব্যথা। পিপাসা।"

অতিশয় সুরাপান করাতে রবার্টের যকৃৎ পচিয়া গিয়াছিল।

রবার্ট কিয়ৎকাল পরে আস্তে২ বলিল, "বড় সাহেব, আমি বড় পাপী। আমি আপনার নোট চুরি করিয়াছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন। ভাই, ভুলো, আমি তোমার অনেক ক্ষতি করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। ঠাকুরমা, আমি নরাধম, তোমায় কত কষ্ট দিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর। আমি মহাপাপী, আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" এই রূপ বলিতে২ রবার্টের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, সে আর কিছু বলিতে পারিল না। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বড় সাহেব দেখিলেন, রবার্টের শিয়রে এক খানি ধর্ম্মপুস্তক আছে, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিলেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট রবার্টের পাপ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রবার্ট চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রার্থনায় যোগ দিল।

অনন্তর সন্ধ্যা হইলে তাঁহারা বাহিরে আসিয়া কোন হোটেলে আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। ঠাকুরমার রবার্টের নিকট রাত্রিতে যাইবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হাসপাতালের লোকেরা যাইতে দিল না। পর দিন প্রাতঃকালে তাঁহারা হাসপাতালে যাইয়া দেখেন, রবার্ট সেই বিছানায় রহিয়াছে, কিন্তু তাহার দেহ অচল, স্পন্দরহিত ও হিমবৎ; রবার্ট মরিয়াছে।

ঠাকুরমা অতিশয় রোদন করিলেন, সাহেব দুঃখ করিলেন, ভুলোও কাঁদিল। অনন্তর অপরাহ্নে রবার্টের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা

কলিকাতায় চলিয়া আইলেন।

পর দিন আফিসের সময়ে সাহেব ভুলোকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভোলানাথ, আমি তোমার প্রতি নোট চুরির সন্দেহ করিয়া দোষ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার প্রতি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। দেখ, আমার সন্তানাদি নাই, আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার সমস্ত বিষয় তোমাকে দিলাম। কিন্তু আবার বলি, ঈশ্বরকে ভুলিও না, ন্যায় পথে থাকিও।"

অদ্য হইতে আমাদের ভুলো ভোলানাথ হইল।

পাঠক, তুমি ভুলোকে রাস্তা ঝাটি দিতে, অন্নের জন্য লালায়িত হইতে, প্যায়দার কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছ। এক্ষণে সেই ভুলো লক্ষপতি হইল। যাহারা সকল কর্ম্মে ঈশ্বরকে স্মরণ রাখে, ও ন্যায় ব্যবহার করে, ঈশ্বর তাহাদের সুখে রাখেন। ঈশ্বর পিতৃ মাতৃ হীনের পিতা মাতা ও বিধবার স্বামী ; তুমি তাঁহাকে ভুলিও না।

পাখিধরার জাল।

তোমরা পর পৃষ্ঠের ছবিতে যে জালের চিত্র দেখিতেছ, চীনেরা অতি প্রাচীন কালে উহা ব্যবহার করিত। উহা অতি সহজে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাটীতে দুটি খুঁটি পুতিয়া তাহার গায়ে একটা ফ্রেম বাঁধিয়া তাহাতে এক গাছ সরু জাল বিস্তার করিয়া রাখে। দোরের কপাট যেমন বাজুতে ঘুরিয়া আসে, সেইরূপ ঐ ফ্রেম খুঁটির গায়ে ঘুরিয়া আসে। ফ্রেমের একধারে একগাছি সিকল থাকে। পাখিধরারা ঐ সিকলের এক মুড়ো হাতে করিয়া একটী পুরাণ গাছের গোড়ায় চুপ করিয়া বসিয়া আপনার লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া থাকে। সিকলে এক বার ঝাঁকি দিলেই ফ্রেমটী একধার হইতে অপর ধারে ঘুরিয়া আইসে। পাখিধরারা এক প্রকার কৃত্রিম স্বরে ডাকিয়া থাকে। পাখিসকল সেই স্বরে মোহিত হইয়া কোথা হইতে সেই স্বর উঠিল, তাহা অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহারা আসিবামাত্র জালে একটী ঝাঁকি দেওয়া হয়, অমনি সকলেই সেই জালে বদ্ধ হয়। ছবিতে তোমরা যে সকল পাখির চিত্র দেখিতেছ, উহা-

দিগকে সোয়ালো বলে, উহারা গ্রীষ্মকালে চীনদেশে উড়িয়া বেড়ায়।

এখন চীনদেশে কখন২ যে সকল পাখিধরা দেখা যায়, তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত জাল ব্যবহার করে না। ইহারা কোমরে একটা খাঁচা বাঁধিয়া লয়,এবং পাখি ধরিয়া তাহার মধ্যে রাখে। লম্বা২ দুগাছি নলে পাখি ধরিবার যন্ত্র প্রস্তুত করে। উহা এমন সহজে যোড়া যায়, যে দুগাছি একত্র করিলে এক গাছির মত হয়। সেই দুগাছি নলের মধ্যে ছোট গাছির মাথায় পাখি ধরিবার উপযুক্ত এক প্রকার আটা থাকে, সেই আটা পাখায় লাগিলে পাখিরা আর পলাইতে পারে না। পাখিধরারা পাখির অন্বেষণ করিবার সময় ডাইন হাতে সেই নল দুগাছি লইয়া মধ্যে২ ঠিক পাখির মত ডাকিতে থাকে।

পাখিগুলি সেই স্বরে কতক ভীত, কতক মুগ্ধ হইয়া বন হইতে বাহির হইয়া উড়িতে থাকে,এবং উড়িতে২, নলেতে লাগাইল পাওয়া যায়, এমন দূরে আসিবামাত্র পাখিধরা অমনি নল দুগাছি একত্র করিয়া অতি শীঘ্র২ টুকু২ করিয়া পাখি সকলের গায় লাগায়। পাখিরা আটাতে বদ্ধ হইয়া আর পলাইতে পারে না। পরে সে নল নামাইয়া পাখি গুলি ধরিয়া খাঁচার ভিতরে রাখে। পাখি ধরিবার সময় অনেক পালক উঠিয়া যায়।

বনের ছোট২ পাখি ধরিবার ইহা উত্তম উপায়। এই উপায়ে যদি অনেক পালক নষ্ট না হইত, তাহা হইলে, ইহা প্রাকৃতিতত্ত্বজ্ঞদিগেরও মনোমত হইত। চীনেরা পালকের নিমিত্ত কিছুই ভাবে না। লাঙ্গুল নাই, ডানার ভাল অংশটী উঠিয়া গিয়াছে, এই কথা বলিয়া খরিদদারেরা আপত্তি করিলে, যাহা গিয়াছে, তাহা আবার উঠিবে, তাহারা এই কথা বলে। চীনদেশের রবিন্ পাখির মত যে সকল পাখি ঝাঁকে২ বেড়ায়, তাহা ও অন্যান্য প্রকার পাখি ধরিতে হইলে পাখিধরারা প্রাচীন উপায় অবলম্বন করে। এ সময়ে ইহারা জাল চাপা দিয়া পাখি ধরে।

“ মনুষ্য আপন কাল জানে না, যেমন মৎস্যগণ দুঃখদায়ক জালেতে পতিত হয়, কিম্বা পক্ষিগণ যেমন ফাঁদে ধৃত হয়, তদ্রূপ বিপদ অকস্মাৎ উপস্থিত হইলে মনুষ্য সন্তানেরা ধৃত হয়।” উপদেশক ৯; ১২। “আমার প্রজাদের মধ্যে দুষ্টগণকে পাওয়া যায়, তাহারা মনুষ্য ধরিতে ফাঁদ পাতিয়া ব্যাধের ন্যায় হেঁট হইয়া লুক্কায়িত থাকে।” যিরিমিয় ৫; ২৬।

হায়! যুবকেরা সতত খোসামোদের মিষ্টস্বরে বুদ্ধিহারা হইয়া ও আপনাদিগকে ভুলিয়া গিয়া আমুদে লোকদের আমোদোর্ম্মিতে পড়িয়া যায়। হায়! ইহারা সর্ব্বদা অলস ও অসাবধান হইয়া আপনাদিগকে ভুলিয়া যায়।

“যেমন পিঞ্জর পক্ষীতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ তাহাদের বাটী কাপট্যে পরিপূর্ণ। এই নিমিত্তে তাহারা উন্নত ও উত্তরোত্তর বলবান হয়।” যিরিমিয় ৫ ; ২৭।

এই বাক্যটীর ভাব চিন্তা করিয়া পাখিধরার কথা বলিতে২ “পিঞ্জর

পক্ষীতে পরিপূর্ণ, ” এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি? আমরা ইহার এই যুক্তি স্থির করি,—এই পিঁজারাটী আকারে ও ব্যবহারে ছবিতে যে খাঁচাটী দেখান হইয়াছে, তাহার মত। পাখিগুলি পাখিধরার হাতে আসিলেই, সে তাহাদিগকে ঐ খাঁচার মধ্যে রাখে। উহা তাহার জালেপড়া পাখি রাখিবার নির্দ্দিষ্ট পাত্র। এই খাঁচার সহিত পীড়নকারীর গৃহ সকলের তুলনা করা কেন হইয়াছে, ইহাতেই আমরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। সেই সকল গৃহ অত্যাচার ও উৎপীড়নে পরিপূর্ণ। উহার মধ্যে যত প্রাণী আছে, সকলেই চাতুরী ও উপদ্রবে ধৃত হইয়াছে।

“পরমেশ্বরের প্রতি আমার একান্ত দৃষ্টি আছে, কেননা তিনি জাল হইতে আমার চরণ উদ্ধার করিবেন।” গীত ২৫; ১৫।

এই সকল বিবরণ, ধর্ম্মপুস্তকের কথা গুলির উপযোগিতা ও শক্তি বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছে। ঐ সকল কথা ব্যাধ ও পাখিমারার কৌশল ও যন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। ভীত লক্ষ্য সকল না জানিয়া না শুনিয়া এই সমুদায় কৌশল ও ফাঁদে পড়িয়া থাকে। লক্ষ্য সাহসী হইলে, বিশেষ বল বা সাঙ্ঘাতিক আঘাত দ্বারা আপনার অপেক্ষা অধিকতর ধূর্ত্ত ও প্রবল শত্রুর নিকট বশীভূত হয়। “জাল ছিন্ন হইলে, পাখিমারার জাল হইতে যেমন পাখি উদ্ধার পায়, তেমনি আমার আত্মা উদ্ধার পাইয়াছে, এবং ঈশ্বর আমার পা জাল হইতে বাহির করিয়াছেন,” এই সকল ভাবিয়া পবিত্র গীত লেখক যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার গুরুতর কারণ আছে।

“তবে শয়তানের ইচ্ছানুসারে তাহার জালে জড়িত সেই লোকেরা চেতনা পাইয়া তাহার ফাঁদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।” ২ তীমথিয় ২; ২৬।

এই বাক্যটী পড়িয়া আমরা সমুদায় জগতের কেমন একটী ভাব পাইতেছি! আমরা সকলেই শয়তানের নিরুপায় বন্দী। হে পাঠকগণ! জাগরিত হও, উঠ, একেবারে নষ্ট করিবার নিমিত্ত, সে যে বন্ধনে তোমাদিগকে বন্ধন করিয়াছে, তাহা ছিন্ন কর। অথবা যিনি পাখি-

ধরার জালের গেরো কাটিতে পারেন, তাঁহার শরণ লও। তোমরা নিয়ত যে সকল পাপ করিয়া থাক, ও যাহাতে আবদ্ধ হইয়া জড়ীভূত হইতেছ, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত পবিত্র আত্মার সাহায্য কামনায় ত্রাণকর্ত্তা যীশুর নিকট উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন কর।
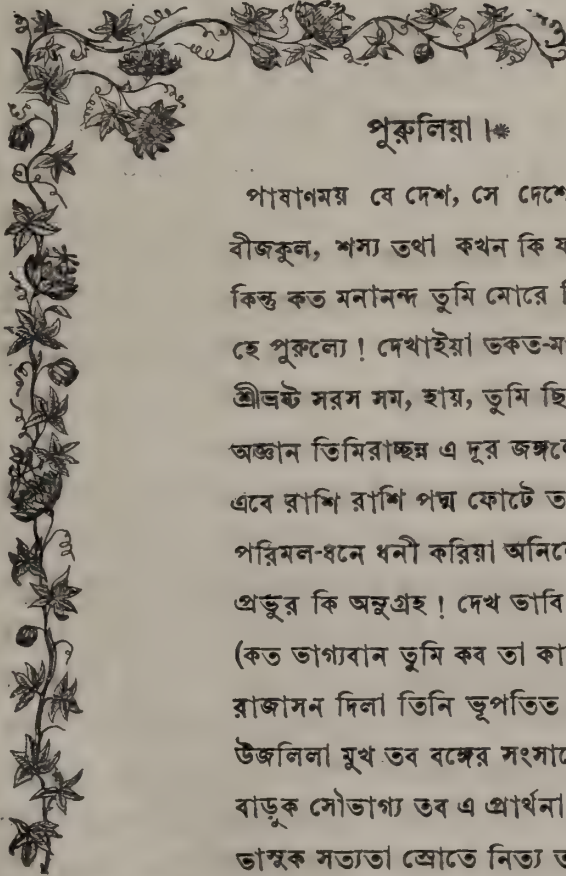
পুরুলিয়া।*

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে!
প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে!
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা স্রোতে নিত্য তব তরি।

* এক জন বিখ্যাত কবি পুরুলিয়ার খ্রীষ্ট-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতাটী লিখিয়াছেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

মহাবীর নেপোলিয়ন বোনা-পার্ট ফরাশীজাতির গৌরব। ইনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্সিকা দ্বীপে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম চার্লস বোনাপার্ট,ইনি কর্সিকা দ্বীপের আসেসর ছিলেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নেপোলিয়ন ব্রিণি নামক স্থানের এক সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন। এখানে অনেক দিন থাকিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়া ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পারিস নগরস্থ রাজকীয় সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে কয়েক বৎসরকাল থাকিয়া এক সৈনিকের পদ পাইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। ১৭৯৩ অব্দে ইনি কাপ্তানের পদ প্রাপ্ত হয়েন। এই বৎসর সেনাপতি হইয়া টোলনে যুদ্ধ যাত্রা করেন, এই যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি পরাজিত হন। কিন্তু নেপোলিয়ন পর বৎসর পদচ্যুত হন। ইহার পরে কিছু দিন তাঁহাকে অতি কষ্টে কালযাপন করিতে হইল। এই সময়ে তিনি একবার তুরস্করাজের অধীনে কর্ম্ম করিবার মানস করেন। কিন্তু ১৭৯৫ অব্দে পারিস নগরে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার দুর্দ্দশা দূর হইল। তিনি ৪০,০০০ সহস্র বিদ্রোহিকে পরাজিত ও ১২০০ জনকে হত করিলেন। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদ প্রদান করিলেন। ১৭৯৬ অব্দে ইনি যোসেফাইন নাম্নী পরমাসুন্দরী একটী বিধবা রমণীকে বিবাহ করেন। এই অবধি ক্রমেই নেপোলিয়নের ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল। অনেক সৈন্য ও বিস্তর সেনাপতি তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। অবশেষে ১৮০৪ অব্দে তিনি ফরাশীদেশের সম্রাট্ হইলেন। ইহার পর তিনি ইউরোপের অনেক দেশ অধিকার করেন। প্রায় সমস্ত রাজারাই তাঁহার ভয়ে ভীত হন। যোসিফাইনের গর্ভে সন্তানাদি না হওয়াতে নেপোলিয়ন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ১৮০৯ অব্দে অষ্ট্রীয়া দেশের রাজার কন্যা মেরিয়া লুইসাকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র জন্মে। নেপোলিয়ন এমন অহঙ্কারী ছিলেন। যে সেই পুত্রের "রোমদেশের রাজা"এই নাম রাখেন। ইহাতে উক্ত দেশের রাজা "পোপ" রাগত হইয়া তাঁহাকে মণ্ডলীচ্যুত (এক-

ঘরে) করেন। ১৮০৮ অব্দ হইতে ১৮-১৩ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা অন্যান্য রাজগণের সাহায্যে নেপোলিয়নের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করেন। তাহাতে ফরাশীদিগের চারিলক্ষ সৈন্য নষ্ট হয়। অবশেষে ১৮১৪ অব্দের ১৮ ই জুন তারিখে এই মহাবীর ইংরাজ সেনাপতি আর্থর ওয়েলেস্‌লি (শেষে ইনি ডিউক অব ওয়েলিংটন, এই উপাধি পান) কর্ত্তৃক বিখ্যাত ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আফ্রিকার নিকটস্থ সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হন। এই স্থানে ইনি ছয় বৎসরকাল বন্দীভাবে থাকিয়া পরলোক গমন করেন। প্রথমে ঐ দ্বীপেই উহাঁর কবর হয়, কিন্তু অনেককাল পরে লুই নেপোলিয়ন উহা তথা হইতে উঠাইয়া পারিস নগরে লইয়া আইসেন।
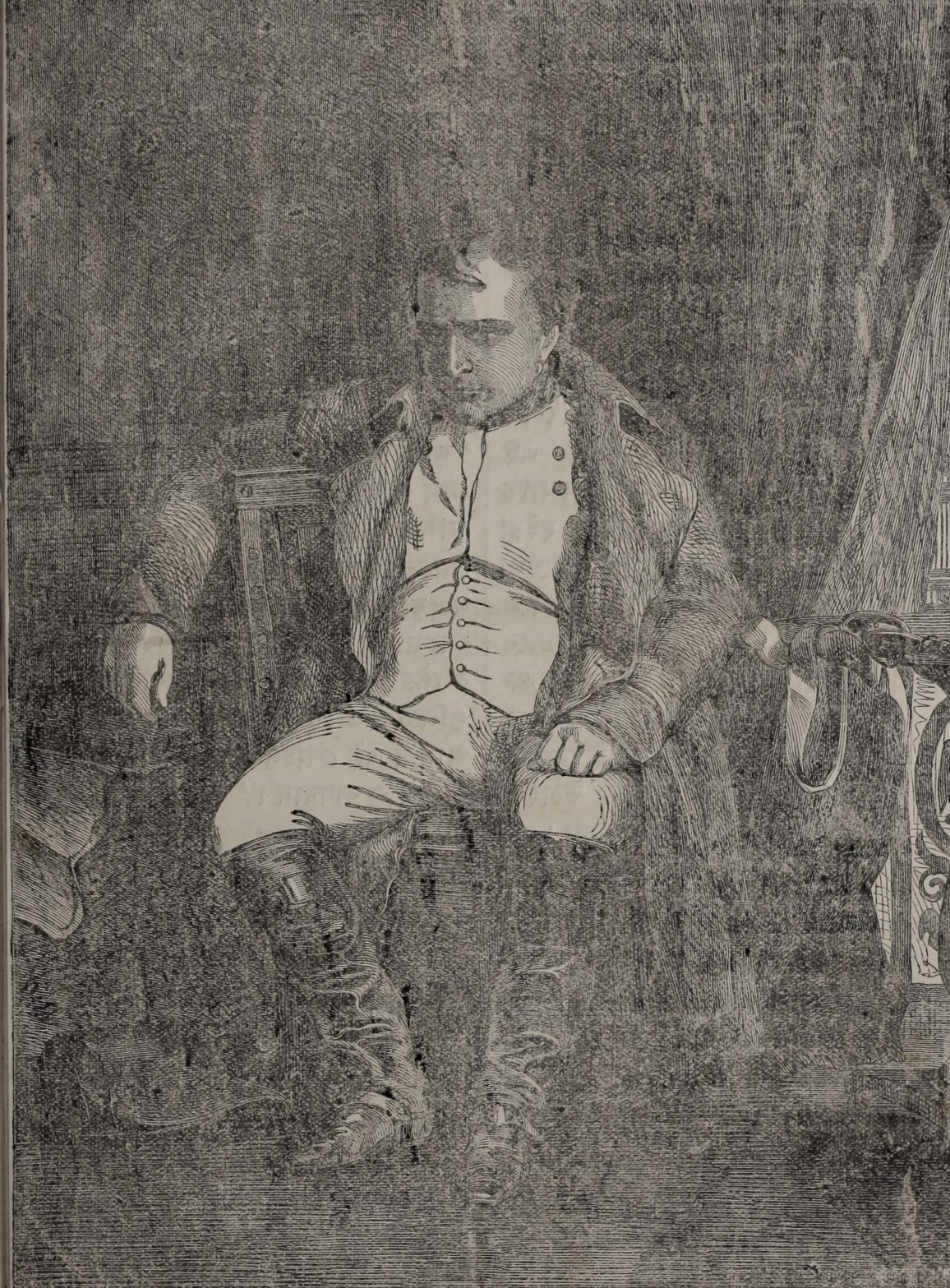
লোকে বলে, ইনি আলেকজাণ্ডর ও সিজর প্রভৃতির সমকক্ষ ছিলেন। ফলতঃ ইহাঁর ন্যায় সাহসী ও যোদ্ধা পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। ইনি সামান্য সৈনিক হইয়া শেষে একটী প্রধান দেশের সম্রাট হন।

সেণ্ট হেলেনায় বাসকালে মহাবীর নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, “আলেকজেণ্ডার, সিজর, সারলেমেন্ ও আমি বাহুবল দ্বারা রাজ্য স্থাপন করি, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট একাকী প্রেমেতে আপন রাজ্য স্থাপন করেন,এবং আজিও কোটি কোটি লোক তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারে। খ্রীষ্টের যে অনন্ত রাজ্য বিঘোষিত, পূজিত ও প্রাত হইয়াছে, তাহার ও আমার এই শোচনীয় দুঃখের মধ্যে কি মহান্ ব্যবধান।”

ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা মুদ্রিত।